বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা সেবার ওপর ভ্যাট আদায় বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর অধিকতর ব্যাখ্যা ঃ

জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনে সরকার ক্রমবর্ধমান রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা সেবার ওপর ৭.৫ (সাড়ে সাত) শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আরোপ করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী সম্প্রতি উক্ত ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি জানালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করে:

- ❖ নতুন করে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে আদায়ের উদ্দেশ্যে ভ্যাট আরোপ করা হয়নি।
- ❖ বিদ্যমান টিউশন ফি'র মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
- ❖ ভ্যাট বাবদ অর্থ পরিশোধ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের, কোনক্রমেই শিক্ষার্থীদের নয়।
- ❖ বিদ্যমান টিউশন ফি'র মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভূক্ত থাকায় টিউশন ফি বাড়ার কোন সুযোগ নেই।

উক্তরূপ ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা এবং আইনসিদ্ধতা বিষয়ে কয়েকটি মহল থেকে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। তাই, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত ব্যাখ্যার আইনগত ভিত্তি নিম্নে পেশ করা হ'ল:

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) নিম্নরূপ:

"সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করা হইবে সর্বমোট প্রাপ্তির উপর"

একই আইনের ধারা ২ এর দফা (ভ) এ "সর্বমোট প্রাপ্তি"র সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

"সর্বমোট প্রাপ্তি অর্থ করযোগ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত কমিশন বা চার্জসহ প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ"।

মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ২৩ এ ভ্যাট পরিশোধের পদ্ধতি বর্ণিত আছে। উক্ত বিধি অনুসারে, আমাদের দেশের মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ব্যবস্থায় সেবার সর্বমোট মূল্য দু'ধরনের হতে পারে, যথা: (১) ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য (VAT inclusive price); এবং (২) ভ্যাট বহির্ভুত মূল্য (VAT exclusive price)। সেবার মূল্য এবং ভ্যাট আলাদাভাবে উল্লেখ না থাকলে, সেবা প্রদান বাবদ যে মূল্য গ্রহণ করা হয় সেই মূল্য হলো ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য। অর্থাৎ উল্লিখিত মূল্যের মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরূপ ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য থেকে কি পদ্ধতিতে ভ্যাট পৃথক করে সরকারি খাতে জমা প্রদান করতে হবে তা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ২৩ এর উপবিধি (৪) এ বর্ণিত রয়েছে। উক্ত উপ-বিধি নিম্নরূপ:

"(৪) যে ক্ষেত্রে পণ্যের সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারী কর্তৃক পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বিপরীতে প্রদত্ত চালানপত্রে মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ আলাদাভাবে প্রদর্শিত হইবে না সে ক্ষেত্রে প্রাপ্য বা প্রাপ্ত মূল্য সংযোজন করের পরিমাণসহ সর্বমোট বিক্রয় মূল্য (Gross Sale) কে ১৫/১১৫ দ্বারা গুণন পূর্বক প্রদেয় মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ নিরূপণ করিতে হইবে।"

এখানে ১৫/১১৫ হলো ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাটের ক্ষেত্রে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য থেকে ভ্যাট আলাদা করার পদ্ধতি। এভাবে ১৫ শতাংশ ভ্যাট আলাদা করে তা দুভাগে ভাগ করলেই ৭.৫ শতাংশ ভ্যাট পাওয়া যাবে। ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য থেকে ভ্যাট আলাদা করার আরো কতিপয় পদ্ধতি রয়েছে। একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলো। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত মূল্য থেকে কিভাবে "সর্বমোট প্রাপ্তি" এবং ভ্যাটের পরিমাণ আলাদা করতে হবে তা উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হলো।

সেবার মূল্য হলো সেবা গ্রহণকারী এবং সেবা প্রদানকারীর মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে গৃহীত মূল্য। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা গ্রহণকারী অর্থাৎ ছাত্র কর্তৃক যে টিউশন ফি প্রদান করা হচ্ছে তা হলো সেবার মূল্য। বিগত ৪ জুন, ২০১৫ তারিখে এই সেবার ওপর ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। উক্ত তারিখ থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যে সেবামূল্য গ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে তা হলো ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য। ওই মূল্য থেকে ভ্যাট এবং "সর্বমোট প্রাপ্তি" আলাদা করতে হবে। এরূপ ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য থেকে ভ্যাট আলাদা করার একটি পদ্ধতি হলো, মোট মূল্যকে ১০০ + ভ্যাটের হার = যা হয় তা দিয়ে ভাগ করতে হবে। তারপর ভাগফলকে ভ্যাটের হার দিয়ে গুণ করতে হবে। তাহলে ভ্যাটের পরিমাণ পাওয়া যাবে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। ধরা যাক, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বমোট টিউশন ফি গ্রহণ করা হয়েছে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ টাকা মাত্র)। এই মূল্য হলো ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য। ১,০০,০০০ কে ১০৭.৫ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে ৯৩০.২৩ টাকা। এই মূল্যকে ৭.৫ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে ৬,৯৭৬.৭৪ টাকা। অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকার মধ্যে ভ্যাটের পরিমাণ হলো ৬,৯৭৬.৭৪ টাকা। ১,০০,০০০ টাকা থেকে ভ্যাট বাবদ ৬,৯৭৬.৭৪ টাকা বিয়োগ করলে অবশিষ্ট থাকে ৯৩,০২৩.২৬ টাকা। এখানে ৯৩,০২৩.২৬ টাকা হলো "সর্বমোট প্রাপ্তি"। ৯৩,০২৩.২৬ টাকা "সর্বমোট প্রাপ্তি"র ওপর ৭.৫ শতাংশ হারে ভ্যাটের পরিমাণ হবে ৬,৯৭৬.৭৪ টাকা। অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে "সর্বমোট প্রাপ্তি" বাবদ ৯৩,০২৩.২৬ টাকা এবং ৭.৫ শতাংশ ভ্যাট বাবদ সরকারকে প্রদান করবে ৬,৯৭৬.৭৪ টাকা।

উপরের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় যে,

(১) নতুন করে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ভ্যাট আদায় করতে হবে না;

(২) বিদ্যমান টিউশন ফি'র মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে;

(৩) ভ্যাট বাবদ অর্থ পরিশোধ করার দায়িত্ব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের, শিক্ষার্থীর নয়;

এবং

(৪) বিদ্যমান টিউশন ফি'র মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিধায় টিউশন ফি বাড়ানোর কোন সুযোগ নেই;

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্তরূপ ব্যাখ্যা যৌক্তিক এবং মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি-বিধানের আলোকে প্রদত্ত।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড